জেলা: কোচবিহার

অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত দিনহাটা, কোচবিহার।

উপস্থিত: শ্রী শরন্যা সেন,

অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট,

দিনহাটা,কোচবিহার॥

মিস কেস নং– ১৩৪/১৪

১। মায়া হরিজন ----- প্রার্থীপক্ষ

২ | গোপাল হরিজন

বনাম

চন্দন হরিজন ওরফে ভোলা

----- প্রতিপক্ষ

(ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১২৫ ধারা মতে মোকদ্দমা)

রায় ঘোষণার তাং- ১৬/৭/১৫

— :: মোকদ্দমার রায় ::-

প্রার্থী বামায়া হরিজন তার স্বামী চন্দন হরিজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১২৫ ধারা মতে অভিযোগ দায়ের করে উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে অপরপক্ষের ১৩/১৪ বংসর পূর্বে হিন্দু সামাজিক ধর্মে বিয়ে হয়। সংসারকরাকালে প্রার্থীর ঘুটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এরপর থেকে অপরপক্ষ বাদীর উপর নানারূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করেন। প্রার্থী বাধ্য হয়ে অপরপক্ষের বাড়ী ত্যাগ করে । প্রার্থীর বাবা প্রার্থীকে নিয়ে আসে। বর্তমানে প্রার্থী তার ছোট ছেলে গোপাল হরিজনকে নিয়ে দেড় / দুই বংসর যাবং বাবার বাড়ীতে আছে। প্রার্থীর কোন আয় রোজগার নেই। অপরপক্ষ লটারীর ব্যবসা করে এবং তার নিজের নামে গাড়ী আছে। তার মাসে ৩০,০০০ টাকা আয়। প্রার্থী অপরপক্ষের কাছ থেকে নিজের জন্য মাসে ৫০০০ টাকা এবং তার নাবালক ছেলে গোপাল হরিজনের জন্য মাসে ৩,০০০ টাকা ভরণপোষণ পাওয়ার আদেশদানের প্রার্থনা করেছেন।

প্রতিপক্ষ চন্দন হরিজন তার আপত্তিপত্রে উল্লেখ করেছেন প্রার্থীর সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা এবং তিনি প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করেন নি | তিনি আরো জানিয়েছেন তিনি দরিদ্র হওয়ায় এবং সংসারে অভাব থাকায় প্রার্থী সংসারে মানিয়ে নিতে পারেন নি | তিনি জানিয়েছেন তিনি লটারী বিক্রি করে মাসে ৩০০০/৪০০০ টাকা রোজগার করেন | সেইকারণে তিনি প্রার্থীর মোকদ্দমা খারিজ করার আবেদন করেছেন |

প্রার্থী তার অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য নিজেকে পি.ডব্লিউ.-১ হিসাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থীর অভিযোগ নস্যাৎ করার জন্য এবং নিজের বক্তব্য প্রমাণের জন্য কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নি ।

-:: विठार्या विषय ::-

- ১। দরখাস্তকারিনী মায়া হরিজন প্রতিপক্ষের বিবাহিতা স্ত্রী কিনা?
- ২ | অপরপক্ষ দরখাস্তকারীকে অবহেলা করেছেন কিনা ?
- ৪। দরখাস্তকারীদ্বয় প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ভরণপোষণ পেতে হকদার কিনা ?

– :: যুক্তি ও আলোচনা সহ সিদ্ধান্ত ::-

আলোচনার সুবিধার্থে এবং সংক্ষিপ্ত রাখার জন্য উপরোক্ত বিচার্য্য বিষয়গুলি একত্রে নেওয়া হল |

প্রার্থীপক্ষ নিজের কেসের স্বপক্ষে নিজেকে পি.ডব্লিউ.-১ হিসেবে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে অপরপক্ষের তরফে কোন সাক্ষ্য প্রদান করা হয় নি।

১নং সাক্ষী- মায়া হরিজন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, অপরপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ার পর সংসারকরাকালীন তাঁর ২ টি সন্তানের জন্ম হয় এবং তারপর থেকে বাবার কাছ থেকে ৩০-৪০-৫০ হাজার টাকা চেয়ে অশান্তি ঝগড়া করতো এবং ঐ টাকা না দিতে পারায় অপরপক্ষ মারধাের করে তাকে নাবালক সন্তান গােপাল হরিজন সহ বাড়ী থেকে বের করে দেয়। তারপর থেকে বাবার বাড়ীতে থাকাকালীন অপরপক্ষ তাদের কোন খােজ-খবরকরে নি বা ভরণপােষণ দেয় নি। তিনি আরাে বলেছেন, অপরপক্ষের মাসে আয় ৩০,০০০ টাকা। তিনি নিজের জন্য ৫০০০ টাকা এবং নাবালক ছেলের জন্য মাসে ৩০০০ টাকা ভরণপােষণ দাবী করেছেন।

প্রার্থীপক্ষের মাননীয় উকিলবাবু নিবেদন করেছেন যে, অপরপক্ষ একজন সুস্থ ব্যক্তি এবং তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছলমানুষ ৷ তথাপি তিনি তার স্ত্রী এবং পুত্রকে খোরপোষ দিতে অস্বীকার করেছেন এবং অবহেলা করেছেন ৷ সেইজন্য প্রার্থীদ্বয় মাসে মাসে খোরপোষ পেতে হকদার ৷ ১মপক্ষ যদি অপরপক্ষের কাছ থেকে খোরপোষ না পান তাহলে ১মপক্ষের কিভাবে চলবে সেটা ভেবে দেখার সামাজিক দায়বদ্ধতা আদালতের আছে ৷

অপরপক্ষের মাননীয় উকিলবাবু দাবী করেছেন যে, তার মক্কেলের নিজেরই বিশেষ কোন আর্থিক ক্ষমতা নেই। সুতরাং সেক্ষেত্রে তার মক্কেলেক যদি প্রার্থীদ্বয়কে খোরপোষ দিতে হয়, তাহলে তার মক্কেলের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে এবং তার মক্কেলের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হবে।

উভয়পক্ষের মাননীয় উকিলবাবুদের বক্তব্য শুনে এবং প্রার্থীপক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং জেরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছি | সাক্ষীর বক্তব্য থেকে কবে কিভাবে অপরপক্ষ প্রার্থীকে তার সন্তান গোপাল হরিজন সহ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তা কোনভাবেই পরিস্কার হয় না | বরং এটা পরিস্কার হয় যে প্রার্থীকে তার বাবা নিয়ে এসেছে এবং প্রার্থীর কাছে একজন পুত্র সন্তানও রয়েছে। প্রার্থী মায়া হরিজন স্বেচ্ছায় বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছেন না অপরপক্ষ তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন সেই সম্পর্কে কূট তর্কে জড়িয়ে না পড়েও বলা যায় খোরপোষের মোকদ্দমায় যদি অপরপক্ষের আর্থিক সামর্থ্য থাকে তবেই তার বিরুদ্ধে খোরপোষ দেওয়ার আদেশ দেওয়া যেতে পারে। সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে অপরপক্ষ লটারীর ব্যবসা করেন এবং তার যথেষ্ট রোজগার আছে। আদালতের সামনে এটাও প্রমাণিত হয়েছে অপরপক্ষ একজন সুস্থ সবলব্যক্তি, তার শারীরিক এবং মানসিক কোন বাধা নেই। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করে আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন প্রার্থী মায়া হরিজন এবং তাদের সন্তান প্রার্থী- গোপাল হরিজন অপরপক্ষের কাছ থেকে যথাক্রমে মাসে ২০০০ টাকা এবং ১০০০ টাকা খোরপোষ পেতে হকদার।

অতএব,

- :: <u>আদেশ</u> ::-

প্রার্থীর আনীত ফৌ:কা:বিধির ১২৫ ধারার মামলাটি উভয়পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্পত্তি করা হল এবং প্রার্থীর প্রার্থনা মঞ্জুর করা হল ।

অপরপক্ষকে প্রার্থী-মায়া হরিজনের খোরপোষ বাবদ প্রতিমাসে ২০০০ টাকা এবং নাবালাক সন্তান গোপাল হরিজনের খোরপোষ বাবদ প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে সর্বমোট ৩,০০০ টাকা প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রার্থী বরাবর প্রদান করার আদেশ দেওয়া হল।এই আদেশটি মামলার রায়ের দিন থেকে কার্য্যকরী করার নির্দেশ দেওয়া হল।

অপরপক্ষকে আরো আদেশ দেওয়া হল তিনি মামলার খরচ-খরচা বাবদ প্রার্থীকে এককালীন ১০০০ টাকা এই মামলায় রায়ের ৬০ দিনের মধ্যে প্রদান করবেন।

অপরপক্ষ এই টাকা দিতে ব্যর্থ হলে প্রার্থী তা আইনানুগভাবে আদায় করে নিতে পারবেন। এই আদেশের একটি প্রতিলিপি প্রার্থীকে বিনা খরচায় প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হল।

কথিত মতে ও সংশোধিত

অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, দিনহাটা, কোচবিহার॥ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট্ দিনহাটা , কোচবিহার॥